হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর **প্রফেসর ড. এম. কামরুজ্জামান** প্রদত্ত

বাণী

আজ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি, মহান শহীদ দিবস। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি আজকের এই দিনে এ দেশের ছাত্রজনতা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদার দাবিতে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন রাজপথে। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নেতৃত্বে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে সর্বপ্রথম অবস্থান ধর্মঘটের মাধ্যমে যে আন্দোলনের সূচনা তার পূর্নতা প্রাপ্তি ঘটে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে। আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ভাষাশহীদ রফিক, শফিক, বরকত, ছালাম,জব্বারদের প্রতি যাঁরা মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পাকিস্তানী শাসকদের বুলেটে ঢাকার রাজপথে আত্মদান করেছিলেন। বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম রূপকার স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে যিনি সারা জীবন বাংলা ভাষা ও বাঙালির অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম করেছেন। শ্রদ্ধার সাথে আরও স্মরণ করছি জীবিত ও প্রয়াত ভাষা সৈনিকদের প্রতি যাঁরা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার বিভিন্ন আন্দোলন, সংগ্রাম ও কারাবরণ করেছিলেন এবং আজও বাংলা ভাষার জন্য স্ব স্ব অবস্থানে থেকে বিভিন্নভাবে অবদান রেখে চলেছেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, বাঙালির গৌরব ও গর্বের একুশে ফেব্রুয়ারি এখন পৃথিবীর সকল জাতি গোষ্ঠীর মাতৃ ভাষার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিন হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্ববাসীর কাছে একুশ এখন ন্যায় সঙ্গত অধিকার আদায়ের প্রেরণার উৎস। প্রসঙ্গত: বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কার্যকর ভূমিকায় ইউনেস্কোতে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়ে গৃহিত হয়েছিল। বিশ্বের সব ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার উপর গবেষণা কার্যক্রম চলছে। বঙ্গবন্ধু কন্যার এই অনন্য সাধারণ ভূমিকার জন্য তাঁর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

মাতৃভাষার দাবীতে বাঙালি তরুনদের সেদিনের আত্ম বলিদান শুধু ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; যা পরবর্তীতে একটি গণতান্ত্রিক ও ন্যায় ভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। ভাষা আন্দোলন আমাদের অন্তরে যে চেতনা ও শক্তি যুগিয়েছিল তা-ই পরবর্তীতে প্রতিটি আন্দোলন ও সংগ্রামকে বেগবান করে তোলে। এ আন্দোলনের পথ বেয়েই এগিয়ে গেছে আমাদের স্বাধিকার আদায়ের সকল সংগ্রাম। এর চূড়ান্ত ফসল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৯৪৭-এর দেশ ভাগের পর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সর্বস্তরে উর্দুকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সংস্কৃতি ধ্বংস করার চেষ্টা চালায়। যার পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবী উঠে। কিন্তু পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর কণ্ঠে একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উচ্চারিত হলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে। রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্র তর হতে থাকে যা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত রূপ নেয়।

পরিশেষে, বলতে চাই ১৯৫২ ও ১৯৭১ আমাদের অনন্ত প্রেরণার উৎস। আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সঙ্গে ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশার সমন্বয় থাকবে সেটাই আমাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত। এ চেতনাকে সঙ্গে করেই জাতির অগ্রযাত্রা নিশ্চিত হতে পারে। শুধু ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি নয়, সমগ্র সত্ত্বা নিয়ে জাতি উঠে দাঁড়াক বিশ্বসভায়-এ প্রত্যাশা করছি। এই মহান দিনে সকলের প্রতি আমার আন্তরিক আহ্বান, আসুন ২১'র মূল চেতনা গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যক্তি স্বার্থ এবং সংঘাত পরিহার করে যাঁর যাঁর অবস্থান থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি। বাংলাভাষার শুদ্ধ চর্চা ও সুস্থ অনুশীলনের মাধ্যমে নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্য বোধের বিকাশ ঘটিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ রেখে যাই- মাতৃভাষা দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সবশেষে আমাদের এই প্রাণের প্রতিষ্ঠান হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে সকলকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানাই। আজকের এ মহান দিনে সকলের প্রতি এটাই আমার একান্ত প্রত্যাশা।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
০৮ফাল্গুন ১৪২৮

প্রফেসর ড. এম.কামরুজ্জামান
ভাইস-চ্যান্সেলর